সূরা আন নহল-৪র্থ রুকুঃ আয়াত সংখ্যাঃ(২৬-৩৪)

Sisters'Forum In Islam.com

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ ২৬ : ১৬ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ

২৬. অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীগণ চক্রান্ত করেছিল; অতঃপর আল্লাহ তাদের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন; ফলে ইমারতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়ল এবং তাদের প্রতি শাস্তি আসল এমনভাবে যে, তারা উপলব্ধি করতে পারেনি।

এ আয়াতে কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এ ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ এর দ্বারা নমরূদকে বুঝানো হয়েছে। যে নিজেকে ইলাহ বলে দাবী করেছিল এবং আকাশে উঠার জন্য সিড়ি স্থাপন করেছিল। সে সিড়ির মুলোৎপাটিত করা হয়েছিল। তারপর আল্লাহ তাকে সামান্য একটি মশা দিয়ে শাস্তি দিয়েছিলেন। যা তার নাকের ছিদ্র পথে ঢুকে গিয়েছিল। তারপর চারশ' বছর পর্যন্ত সে এ শাস্তি ভোগ করেছে। তার কাছে ঐ ব্যক্তি বেশী দরদী বলে বিবেচিত হতো যে দুহাতে হাতুড়ি দিয়ে তার মাথায় পেটতো। সে চারশ' বছর মানুষকে পদানত করে রেখেছিল। তাই আল্লাহ তাকে চারশ' বছর পর্যন্ত হাতুড়ির পেটা খাইয়েছেন। তারপর আল্লাহ তাকে মৃত্যু দেন। [ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির অবশ্য বলেন যে, এ আয়াতের উদ্দেশ্য বুখতনাসর। [ইবন কাসীর] তার সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা ইয়াহুদী ও নাসারাদের গ্রন্থে এসেছে। অবশ্য অধিকাংশ মুফাসসির বলেনঃ এখানে কোন সুনির্দিষ্ট লোক না বুঝিয়ে যারাই আল্লাহর দ্বীন থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও কুটকৌশল অবলম্বন করেছিল তাদের সবার জন্য উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। [ইবন কাসীর] বিভিন্ন সূরায় আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টি বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেছেন।

وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ২২. আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে.সূরা নূহঃ ২২,

• সমগ্র পৃথিবীর শাসন: ঐতিহাসিক ও তাফসীরবিদদের (যেমন ইমাম মুজাহিদ) মতে, পৃথিবীর ইতিহাসে যে চারজন রাজা গোটা বিশ্ব শাসন করেছিলেন, বখতে নসর ছিলেন তাদের একজন। এদের মধ্যে দুজন ছিলেন মুমিন (হজরত সুলায়মান আ. ও যুলকারনাইন) এবং দুজন কাফির (নমরূদ ও বখতে নসর)।

· জেরুজালেম ও বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস: বখতে নসরের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এবং ভয়ংকর ঘটনা হলো জেরুজালেম আক্রমণ। ঈসা (আ.)-এর জন্মের প্রায় ৬০০ বছর আগে তিনি পবিত্র নগরী জেরুজালেম আক্রমণ করে সুলায়মান (আ.)-এর তৈরি করা পবিত্র মসজিদ (বাইতুল মুকাদ্দাস) সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেন। গোটা শহরকে তিনি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন।

· বনি ইসরাইলের ওপর নিপীড়ন: তিনি কয়েক লক্ষ ইহুদিকে (বনি ইসরাইল) হত্যা করেন এবং হাজার হাজার মানুষকে বন্দী করে দাস (গোলাম) হিসেবে নিজের রাজধানী ব্যাবিলনে নিয়ে যান। পবিত্র কুরআনের সূরা বনী ইসরাঈলের (১৭:৫) আয়াতের তাফসীরে অনেক আলেম বনি ইসরাইলের ওপর আল্লাহর এই গজবের পেছনে বখতে নসরের আক্রমণের সংযোগ উল্লেখ করেছেন।

· হজরত দানিয়াল (আ.) ও উযায়ের (আ.)-এর ঘটনা: বখতে নসরের এই ধ্বংসযজ্ঞের সমসাময়িক সময়ে বনি ইসরাইলের মহান নবী হজরত দানিয়াল (আ.) বন্দি হন। বখতে নসর তাকে ক্ষুধার্ত সিংহের খাঁচায় বন্দি করে রেখেছিল, কিন্তু আল্লাহর কুদরতে সিংহরা নবীর কোনো ক্ষতি করেনি। এছাড়াও তাফসীরে এসেছে, বখতে নসর জেরুজালেম ধ্বংস করার পর সেই জনমানবহীন

ধ্বংসস্তূপ দেখে হজরত উযায়ের (আ.) বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন যে, কীভাবে আল্লাহ এটিকে আবার জীবিত করবেন? এরপর আল্লাহ তাকে সেখানেই ১০০ বছর মৃত অবস্থায় রেখে আবার জীবিত করেছিলেন।

· স্থাপত্য অবদান: নিষ্ঠুর শাসক হলেও স্থাপত্যে তার বড় অবদান ছিল। প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি, ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান (Hanging Gardens of Babylon), তিনি তার রানীর জন্য নির্মাণ করেছিলেন।

আল্লাহ বলেছেন,{فَأَتَىٰهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا} "সুতরাং আল্লাহর শাস্তি তাদের উপর এমন এক জায়গা হতে এল, যা ছিল তাদের ধারণার বাইরে।" (সূরা হাশর ২ আয়াত)222222

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَٰٓقُّونَ فِيهِمْ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْىَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ١٦ : ٢٧

২৭. পরে কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তিনি বলবেন, কোথায় আমার সেসব শরীক যাদের সম্বন্ধে তোমরা ঘোর বিতণ্ডা করতে? যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলবে, আজ লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল কাফিরদের উপর-

তাদের গোপন ষড়যন্ত্রসমূহ ফাঁস করে দিয়ে তাদেরকে লজ্জিত করবেন। অনুরূপ কথা সূরা আত-তারেক এর ৯ নং আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, "যে দিন গোপন তথ্যসমূহ ফাঁস করে দেয়া হবে সেদিন তাদের কোন শক্তি বা সাহায্যকারী থাকবে না" । অথচ তারা দুনিয়াতে এ শক্তি-সামর্থ্য ও সাহায্যকারীর কারণে গর্ব ও অহংকার করে বেড়াত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক গাদ্দার তথা বিশ্বাসঘাতকের পিছনের অংশে তার বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাণ একটি পতাকা লাগিয়ে দেয়া হবে। তাতে বলা থাকবেঃ এটা অমুকের পুত্র অমুকের গাদ্দারীর প্রমাণপত্র" । [বুখারী: ৩১৮৭; মুসলিম: ১৭৩৬] এভাবে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ষড়যন্ত্রকারী, চক্রান্তকারী ও ধোঁকাবাজের যাবতীয় গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়ে তাকে অপমানিত করবেন।

() এখানে শরীকদেরকে আল্লাহ তা'আলা তার নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার মূল কারণ হচ্ছে ধমকি প্রদান। কারণ, সেদিন আল্লাহ তা'আলার সম্মান, প্রতিপত্তি ও মর্যাদা সবাই সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। আর তখন প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে যে, আল্লাহর সাথে যে শরীক নির্ধারণ করেছিলাম তা ছিল বোকামী। [আততাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

() এখানে আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞানীদের সম্মানিত করা হয়েছে। যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে সমস্ত দলীল-প্রমাণাদি স্থাপন করা শেষ হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর আযাবের বাণী প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, আর কাফেররা ওজর আপত্তি করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, তখন জানবে যে, তাদের পালানোর কোন জায়গা নেই। তখন দ্বীনের জ্ঞানীরা এ কথা বলবে। তারা বলবে, আজ লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল কাফিরদের উপর- [ইবন কাসীর] তারা হলো আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানী। যারা দুনিয়াতে হক্ক কথা বলতে কখনো পিছপা হতো না তারা আখেরাতেও হক্ক কথা বলার সুযোগ পাবে। এটা তাদের জন্য বড় সম্মানের বিষয়। [ইবন কাসীর]

ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ ۖ فَأَلْقَوُا۟ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓءٍ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٦ : ٢٨

২৮. যাদের মৃত্যু ঘটায় ফিরিশতাগণ তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করা অবস্থায়; তখন তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে, আমরা কোন মন্দ কাজ করতাম না। অবশ্যই হ্যাঁ, নিশ্চয় তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবগত।

এখানে মুশরিক যালিমদের মৃত্যুর সময়ের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে।

১. 'নিজেদের প্রতি জুলুম করা অবস্থায়' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

· শিরক ও কুফরি: ইসলামি পরিভাষায় সবচেয়ে বড় জুলুম হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং সত্যকে অস্বীকার করা। যারা ঈমান না এনে কুফরি ও পাপাচারে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তারা মূলত নিজেদের আত্মার ওপরই জুলুম করে।

· সত্য গোপন ও অহংকার: পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর ধারাবাহিকতায় এখানে মক্কার মুশরিকদের কথা বলা হয়েছে, যারা কুরআনের বাণীকে 'পূর্ববর্তীদের উপকথা' বলে উপহাস করত এবং অহংকারবশত নবী (সা.)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করত।

সূরা আন-নিসা (৪:৯৭):"নিশ্চয়ই যারা নিজেদের প্রতি জুলুমকারী অবস্থায় ছিল, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় বলবে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?' তারা বলবে, 'দুনিয়াতে আমরা দুর্বল ও অসহায় ছিলাম।' ফেরেশতারা বলবে, 'আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে?' এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম এবং তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।"

কাফির ও জালিমদের মৃত্যুক্ষণ--------

সূরা আল-আনআম (৬:৯৩):"আর যদি তুমি দেখতে পেতে, যখন জালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে, 'তোমাদের জান বের করো। আজ তোমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হবে, কারণ তোমরা আল্লাহর ওপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ সম্পর্কে অহংকার করতে'...

সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের মৃত্যুর মুহূর্তের ভয়াবহ বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে------

• সূরা মুহাম্মাদ (৪৭:২৭):"তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন ফেরেশতারা তাদের মুখমণ্ডলে ও পিঠে আঘাত করতে করতে তাদের প্রাণ হরণ করবে?"

২. মৃত্যুকালীন আত্মসমর্পণ ও মিথ্যা দাবি

· অসহায় আত্মসমর্পণ: আরবি শব্দ 'ফায়ালকাউস সালাম' (فَأَلْقَوُا السَّلَمَ) অর্থ হলো তারা সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে এবং আনুগত্য প্রকাশ করবে। দুনিয়াতে যারা আল্লাহর বিধান মানতে অহংকার দেখাত, মৃত্যুর ফেরেশতাদের কঠোর রূপ ও আখিরাতের শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর তাদের সব অহংকার চূর্ণ হয়ে যাবে।

· বাঁচার জন্য মিথ্যা অজুহাত: শাস্তি থেকে বাঁচার মরিয়া চেষ্টায় তারা ফেরেশতাদের সামনে মিনতি করে বলবে, "আমরা তো কোনো মন্দ কাজ বা শিরক করতাম না"। তাফসিরকারকদের মতে, মানুষ যেভাবে দুনিয়াতে বিপদে পড়লে মিথ্যা বলে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চায়, মৃত্যুর সময় এবং পরবর্তীতে কিয়ামতের ময়দানেও তারা একই স্বভাববশত মিথ্যা শপথ করবে।

যখন ফিরিশতা তাদের রূহ ছিনিয়ে নেন, তখন তারা আত্মসমর্পণ করে মিনতি সহকারে বলে, আমরা কোন মন্দ কাজ করতাম না। যেমন তারা হাশরের মাঠে আল্লাহর সামনে মিথ্যা শপথ করে বলবে,{وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} অর্থাৎ, আল্লাহর শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না। (সূরা আনআম ২৩) অন্যত্র বলেন, যেদিন আল্লাহ তাদের পুনরুত্থিত করবেন, সেদিন তারা আল্লাহর সামনে সেই ভাবেই মিথ্যা শপথ করবে, যেভাবে তোমার সামনে করে। (মুজাদালাহ ১৮)

[] ফিরিশতা উত্তরে বলবেন, কেন নয়? তোমরা মিথ্যা বলছ। তোমাদের পুরো জীবন মন্দ কাজেই কেটেছে। আর আল্লাহর নিকট তোমাদের সকল কাজের রেকর্ড জমা রয়েছে। তোমাদের অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

৩. ফেরেশতাদের জবাব ও আল্লাহর সর্বজ্ঞতা

· তাৎক্ষণিক প্রত্যাখ্যান: তাদের এই মিথ্যা দাবি শুনে ফেরেশতারা সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করে বলবেন, "অবশ্যই হ্যাঁ (অর্থাৎ তোমরা অবশ্যই মন্দ কাজ করতে)"।

· নিখুঁত আমলনামা: আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রকাশ্য ও গোপন সব কাজ, এমনকি মনের অহংকার সম্পর্কেও সবিশেষ অবগত। ফেরেশতাদের মাধ্যমে মানুষের প্রতিটি কাজের নিখুঁত রেকর্ড সংরক্ষিত থাকে, তাই শেষ মুহূর্তে অস্বীকার করে কোনো লাভ হবে না

<u>মৃত্যুর সময় কাফেরদের করুণ অবস্থা</u>

কাফের ব্যক্তির যখন দুনিয়া হতে বিদায় নেয়ার সময় হয় তখন কালো বর্ণের একদল ফেরেশতা এসে উপস্থিত হয়। তাদের সাথে থাকে দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়। চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় তারা তথায় বসে থাকে। তারপর মালাকুল মাওত এসে তার মাথার পাশে বসেন। তাকে বলেন, ওহে অপবিত্র আত্মা! বেরিয়ে আয় আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির দিকে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কাফের, মুনাফেক ও পাপিষ্ঠ লোকের আত্মা তখন দেহের মাঝে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু ফেরেশতা তাকে এমনভাবে টেনে বের করে যেমনিভাবে লোহার পেরেককে ভেজা পশমের মধ্য থেকে টেনে বের করা হয়। তার রূহ্ বের হওয়ার সময় শরীরের রগসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। রূহ বের করার পর ফেরেশতাগণ তাকে মালাকুল মাওতের হাতে চোখের পলক পরিমাণ সময়ও রাখেন না। তারা তাকে উক্ত দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়ে রাখেন। তা থেকে মরা-পঁচা মৃত দেহের দুর্গন্ধের ন্যায় দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। ফেরেশতাগণ তাকে আকাশের দিকে উঠাতে থাকে। যেখান দিয়েই গমণ করে সেখানকার ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করেন, এ অপবিত্র আত্মা কার? উত্তরে ফেরেশতাগণ অতি মন্দ নাম উচ্চারণ করে বলতে থাকেন, অমুকের পুত্র অমুকের। দুনিয়ার আকাশে পৌঁছে তার জন্য আকাশের দরজা খুলতে বলা হলে আকাশের দরজা খোলা হয় না। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন,

‘‘তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা হবেনা এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে’ । (সূরা আ’ রাফ: ৪০)

তারপর আল্লাহ তা ‘আলা বলেন, তার নাম সাত যমীনের নীচে সিজ্জীনে লিখে দাও। অতঃপর তার রূহ যমীনের যেখানে দাফন করা হয়েছে সেখানে নিক্ষেপ করা হয়। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন,

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করল সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল। অতঃপর মৃতভোজী পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো। (সূরা আল হজ্জ: ৩১)

অতঃপর তার রূহকে দেহে ফেরত দেয়া হয়। তখন দু’ জন ফেরেশতা আগমন করেন এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তোর প্রভু কে? সে উত্তর দেয়, আফসোস! আফসোস! আমি জানি না। আবার জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের কাছে যে লোকটিকে পাঠানো হয়েছিল তার সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? সে উত্তরে বলে, হায় আফসোস! হায় আফসোস! আমি তাও জানি না। তখন আকাশ থেকে এক ঘোষক ঘোষণা করেন, এ লোক মিথ্যা বলছে। তাকে জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দাও। যাতে তার কাছে জাহান্নামের গরম বাতাস ও তাপ পৌঁছতে পারে। তার কবর অতি সংকীর্ণ করে দেয়া হয়। মাটি তাকে এমনভাবে চেপে ধরে যাতে তার এক পার্শ্বের হাড্ডী অপর পার্শ্বে ঢুকে যায়।

অতঃপর কালো চেহারা বিশিষ্ট, কালো পোষাক পরিহিত ও দুর্গন্ধযুক্ত এক ভয়ানক আকারের লোক এসে বলতে থাকে, তুই দুঃখের সংবাদ গ্রহণ কর্। ধ্বংস হোক তোর! আজ তোর সেই দিন যার অঙ্গিকার তোর সাথে করা হয়েছিল। তখন কাফের বা মুনাফেক ব্যক্তি বলে, তোমার পরিচয় কী? তোমার চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে তুমি কোনো দুঃখের সংবাদ নিয়ে এসেছো। উত্তরে লোকটি বলে, আমি তোর্ সেই খারাপ আমল যা তুই দুনিয়াতে করেছিলে। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! কিয়ামত যেন না হয়। মুসনাদে আহমাদ, বারা ইবনে আযীবের হাদীছ। ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, হাকেম, আবু আওয়ানা ও ইবনে হিববান হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে কবরের এ ভয়াবহ আযাব থেকে হেফাযত করেন। আমীন

فَٱدۡخُلُوٓاْ أَبۡوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَاۖ فَلَبِئۡسَ مَثۡوَى ٱلۡمُتَكَبِّرِينَ ১৬ : ২৯

২৯. কাজেই তোমরা দরজাগুলো দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ কর, তাতে স্থায়ী হয়ে। অতঃপর অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট!

ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, তাদের মৃত্যুর পর পরই তাদের রূহগুলো জাহান্নামে চলে যায়। আর তাদের দেহগুলো কবরে পড়ে থাকে। (যেখানে আল্লাহ নিজ কুদরতে শরীর ও রূহের মধ্যে দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও এক ধরণের সম্পর্ক সৃষ্টি করে শাস্তি দেন। সকাল-

সন্ধ্যা তাদের সামনে আগুন পেশ করা হয়।) অতঃপর যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন তাদের রূহগুলো তাদের নিজ নিজ (নতুন) দেহে ফিরে আসবে এবং চিরকালের জন্য তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

এ আয়াত এবং এর পরবর্তী যে আয়াতে মৃত্যুর পর মুত্তাকী ও ফেরেশতাদের আলাপ আলোচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো কুরআন মজীদের এমন ধরনের আয়াতের অন্যতম যেগুলো সুস্পষ্টভাবে কবরের আযাব ও সওয়াবের প্রমাণ পেশ করে। হাদীসে "আলমে বর্যখ" --এর জন্য কবর শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে এর অর্থ হয় এমন একটি জগত যেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মৃত্যু লাভ করার পর থেকে নিয়ে পরবর্তী পুনরুত্থান লাভ করার প্রাক্কালে পথম ধাক্কা খাওয়া পর্যন্ত মানবিক রূহগুলো অবস্থান করবে। হাদীস অস্বীকারকারীদের জোর বক্তব্য হচ্ছে, এ জগতটি একটি নিরেট শূন্যতার জগত ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে কারো কোন অনুভূতি ও চেতনা থাকবে না এবং কোন আযাব বা সওয়াবও কারো হবে না। কিন্তু এখানে দেখুন, কাফেরদের মৃত্যু হবার পর তাদের রূহগুলো মৃত্যু পারের জগতে দিয়ে সেখানকার অবস্থা নিজেদের প্রত্যাশার বিপরীত পেয়ে হতবাক হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ফেরেশতাদেরকে অভিবাদন করে এ মর্মে নিশ্চয়তা দান করার চেষ্টা করতে থাকে যে, তারা কোন খারাপ কাজ করছিল না। জবাবে ফেরেশতারা তাদেরকে ধমক দেন এবং তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করার আগাম খবর দিয়ে দেন। অন্যদিকে মুত্তাকীদের মৃত্যুর পর ফেরেশতারা তাদের রূহকে সালাম করেন এবং তাদেরকে জান্নাতী হবার জন্য আগাম মোবারকবাদ দেন। বরযখের জীবন, অনুভূতি, চেতনা, আযাব ও সওয়াবের জন্য কি এরচেয়ে বেশী প্রমাণের প্রয়োজন আছে? . "তাদের প্রাণগ্রহণের সময় ফিরিশতাগণ বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম: তারা বলে, 'আল্লাহর যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরত করতে? এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস"। সূরা নিসাঃ ৯৭ এই আয়াতে প্রায় এ একই ধরনের বিষয়বস্তুর আলোচনা এসেছে। সেখানে যেসব মুসলমান হিজরত করেনি তাদের মৃত্যুর পর তাদের রূহের সাথে ফেরেশতাদের কথাবার্তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। আবার সূরা মু' মিনের ৪৫-৪৬ আয়াতে এসবের চাইতে বেশী সুস্পষ্ট ভাষায় বরযখের আযাবের কথা বলা হয়েছে সেখানে আল্লাহ ফেরাউন ও ফেরাউনের পরিবারবর্গ সম্পর্কে বলেছেন, "একটি কঠিন আযাব তাদেরকে ঘিরে রেখেছে। অর্থাৎ সকাল-সাঁঝে তাদেরকে আগুনের সামনে নিয়ে আসা হয়। তারপর যখন কিয়ামতের সময় এসে যাবে তখন হুকুম দেয়া হবে----ফেরাউনের পরিবারবর্গকে কঠিনতম আযাবের মধ্যে ঠেলে দাও।"

মৃত্যু ও কিয়ামতের মাঝখানের অবস্থাটি সম্পর্কে আসলে কুরআন ও হাদীস উভয় থেকে একই চিত্র পাওয়া যায়। এ চিত্রটি হচ্ছেঃ মৃত্যু নিছক দেহ ও রূহের আলাদা হয়ে যাবার নাম,---সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ও নিশ্চহ্ন হয়ে যাবার নাম নয়। দেহ থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর রূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না বরং দুনিয়াবী জীবনের অভিজ্ঞতা এবং মানসিক ও নৈতিক উপার্জনের মাধ্যমে যে ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছিল তার সবটুকু সহকারে জীবিত থাকে। এ অবস্থাটি রূহের চেতনা অনুভূতি, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার অবস্থা অনেকটা স্বপ্নের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। একটি অপরাধী রূহকে ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসাবাদ, তারপর তার আযাব ও যন্ত্রণার মধ্যে পড়ে যাওয়া এবং তাকে দোযখের সামনে উপস্থাপিত করা--- এসব কিছু এমন একটি অবস্থার সাথে সাদৃশ্য রাখে যা একজন খুনের আসামীকে ফাঁসী দেবার তারিখের একদিন আগে একটি ভয়ংকর স্বপ্নের আকারে তার কাছে উপস্থিত হয়। অনুরূপভাবে একটি পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও নিষ্কলুষ রূহের সম্বর্ধনা, তারপর তার জান্নাতের সুখবর শোনা এবং জান্নাতের বাতাস ও খোশবুতে আপ্লুত হওয়া---- এসব কিছুও এমন একজন কর্মচারীর স্বপ্নের সাথে মিলে যায় যে সুচারুরূপে নিজের কাজ সম্পন্ন করার পর সরকারের ডাকে হেড কোয়ার্টারে হাযির হয় এং সাক্ষাতকারের জন্য চুক্তিবদ্ধ তারিখের একদিন আগে ভবিষ্যত পুরস্কারের প্রত্যাশাদীপ্ত একটি মধুর স্বপ্ন দেখে। শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকারে এ স্বপ্ন হঠাৎ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে এবং অকস্মাৎ নিজেদেরকে দেহ ও রূহ সহকারে হাশরের ময়দানে জীবিত অবস্থায় পেয়ে অপরাধীরা অবাক হয়ে বলবে, يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ (আরে, আমাদের শয়নগৃহ থেকে আমাদের উঠিয়ে আনলো কে?) কিন্তু ঈমানদাররা পূর্ণ নিশ্চিন্ততার সাথে বলবে, وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (করুণাময় আল্লাহ এ জিনিসেরই ওয়াদা করেছিলেন এবং রসূলদের বর্ণনা সঠিক ছিল।) অপরাধীদের তাৎক্ষণিক অনুভূতি তখন এ হবে যে, তারা নিজেদের শয়নগৃহে (দুনিয়ায় মৃত্যুর বিছানায় যেখানে তারা প্রাণ ত্যাগ করেছিল।) সম্ভবত ঘণ্টাখানেকের মতো সময় শয়ন করে থাকবে এবং হঠাৎ দুর্ঘটনায় চোখ খোলার সাথে সাথেই কোথাও দৌড়ে চলছে। অন্যদিকে ঈমানদাররা পূর্ণ মানসিক ধৈর্য সহকারে বলবেঃ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"আল্লাহর দফতরে তোমরা তো হাশরের দিন পর্যন্ত অবস্থান করতে থেকেছো, আর এ সেই হাশরের দিন কিন্তু তোমরা এ জিনিসটি জানতে না।"

وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمۡ ۚ قَالُواْ خَيۡرٗا ۗ لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٞۚ ۞ ১৬ : ৩০ وَلَدَارُ ٱلۡأٓخِرَةِ خَيۡرٞۚ وَلَنِعۡمَ دَارُ ٱلۡمُتَّقِينَ

৩০. আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছিল তাদেরকে বলা হল, তোমাদের রব কী নাযিল করেছেন? তারা বলল, ‘মহাকল্যাণ। যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে এ দুনিয়ায় মঙ্গল এবং আখিরাতের আবাস আরো উৎকৃষ্ট। আর মুত্তাকীদের আবাসস্থল কত উত্তম!

جَنَّٰتُ عَدۡنٖ يَدۡخُلُونَهَا تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ۖ لَهُمۡ فِيهَا مَا يَشَآءُونَۚ كَذَٰلِكَ يَجۡزِي ٱللَّهُ ১৬ : ৩১ ٱلۡمُتَّقِينَ

৩১. সেটা স্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে; তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা যা কিছু চাইবে তাতে তাদের জন্য তা-ই থাকবে। এভাবেই আল্লাহ পুরস্কৃত করেন মুত্তাকীদেরকে

ঈমানদারগণ তাদের কাছে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে তাকে বিরাট নেয়ামত জ্ঞান করে। তারা কাফেরদের মত এটা বলে না যে, পূর্ববর্তীদের গাঁথা। বরং তাদের কাছে এটা এক মহাকল্যাণের বস্তু, রহমত ও উত্তম জিনিস যারা তার অনুসরণ করবে ও তার উপর ঈমান আনবে। তারপর তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ঈমানদারদের জন্য যে পুরস্কার রয়েছে তা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে এ দুনিয়ায় মংগল এবং আখিরাতের আবাস আরো উৎকৃষ্ট। আর মুত্তাকীদের আবাসস্থল কত উত্তম। [ইবন কাসীর]

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, “মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, অবশ্যই আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব। আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে তারা যা করত তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব।” [সূরা আন-নাহ্‌ল: ৯৭] ইবন কাসীর বলেন, যে কেউ দুনিয়াতে উত্তম আমল করবে, আল্লাহ তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে তার আমলটি সুন্দর করে দিবেন।

لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞۖ وَلَا يَرۡهَقُ وُجُوهَهُمۡ قَتَرٞ وَلَا ذِلَّةٌۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ۞

যারা ইহসানের সাথে আমল করে (উত্তমরূপে কাজ করে) তাদের জন্য আছে জান্নাত এবং আরো বেশী। কালিমা ও হীনতা তাদের মুখমন্ডলকে আচ্ছন্ন করবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।সূরা ইউনুসঃ ২৬

وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ অথচ পরকালের জীবনই উত্তম ও চিরস্থায়ী। সূরা আল-আলাঃ ১৭,

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া তো শুধু এমন যেন তোমাদের কেউ সমূদ্রে তার আঙ্গুল ডুবিয়েছে। তারপর সে যেন দেখে নেয় সে আঙ্গুল কি নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে?” [মুসলিম: ২৮৫৮]

لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ لَهُمۡ جَنَّٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا نُزُلٗا مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِۗ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ لِّلۡأَبۡرَارِ

কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এ হল আল্লাহর পক্ষ হতে আতিথ্য। আর আল্লাহর নিকট যা আছে তা পুণ্যবানদের জন্য উত্তম।সূরা আলে ইমরানঃ ১৯৮

এ হচ্ছে জান্নাতের আসল পরিচয়। সেখানে মানুষ যা চাইবে তা পাবে। তার ইচ্ছা ও পছন্দ বিরোধী কোন কাজই সেখানে হবে না। দুনিয়ার কোন প্রধান ব্যক্তি, কোন প্রধান নেতা এবং কোন বিশাল রাজ্যের অধিকারী

বাদশাহও কোন দিন এ নিয়ামত লাভ করেনি। দুনিয়ায় এ ধরনের নিয়ামত লাভের কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু জান্নাতের প্রত্যেক অধিবাসীই সেখানে আনন্দ ও উপভোগের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। তার জীবনে সর্বক্ষণ সবদিকে সবকিছু হবে তার ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী। তার প্রত্যেকটি আশা সফল হবে, প্রত্যেকটি কামনা ও বাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং প্রত্যেকটি ইচ্ছা ও আকাংখা বাস্তবায়িত হবে।

يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেখানে মন যা চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয় তাই থাকবে। আর সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।সূরা আয-যুখরুফঃ ৭১

ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ৩২ : ১৬

৩২. ফিরিশতাগণ যাদের মৃত্যু ঘটায় উত্তমভাবে। ফিরিশতাগণ বলবেন, তোমাদের উপর সালাম! তোমরা যা করতে তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর।

এ আয়াত এবং এর পরবর্তী যে আয়াতে মৃত্যুর পর মুত্তাকী ও ফেরেশতাদের আলাপ আলোচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো কুরআন মজীদের এমন ধরনের আয়াতের অন্যতম যেগুলো সুস্পষ্টভাবে কবরের আযাব ও সওয়াবের প্রমাণ পেশ করে।

বারা ইবন আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,এক আনসারী ব্যক্তির দাফন-কাফনের জন্য আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হলাম। আমরা কবরের কাছে পৌঁছে গেলাম তখনও কবর খোঁড়া শেষ হয় নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসলেন। আমরা তাঁর চার পাশে এমনভাবে বসে গেলাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসেছে। আর তাঁর হাতে ছিল চন্দন কাঠ যা দিয়ে তিনি মাটির উপর মৃদু পিটাচ্ছিলেন। তিনি তখন মাথা জাগালেন আর বললেন, তোমরা কবরের শাস্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। কথাটি তিনি দু’ বার কিংবা তিন বার বললেন। এরপর তিনি আরো বললেন, যখন কোনো ঈমানদার বান্দা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে আখিরাতের দিকে যাত্রা করে তখন আকাশ থেকে তার কাছে ফিরিশতা আসে। তাদের চেহারা থাকবে সূর্যের মত উজ্জল। তাদের সাথে থাকবে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি। তারা তার চোখ বন্ধ করা পর্যন্ত তার কাছে বসে থাকবে। মৃত্যুর ফিরিশতা এসে তার মাথার কাছে বসবে। সে বলবে, হে সুন্দর আত্মা! তুমি আল্লাহ তা ‘আলার ক্ষমা ও তার সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে এসো। আত্মা বেরিয়ে আসবে যেমন বেড়িয়ে আসে পান-পাত্র থেকে পানির ফোটা। সে আত্মাকে গ্রহণ করে এক মুহুর্তের জন্যেও ছাড়বে না। তাকে সেই জান্নাতের কাফন পরাবে ও সুগন্ধি লাগাবে। পৃথিবিতে যে মিশক আছে সে তার চেয়ে বেশি সুগন্ধি ছড়াবে। তাকে নিয়ে তারা আসমানের দিকে যেতে থাকবে। আর ফিরিশতাদের প্রতিটি দল বলবে, কে এই পবিত্র আত্মা? তাদের প্রশ্নের উত্তরে তারা তার সুন্দর নাম নিয়ে বলবে যে, অমুক অমুকের ছেলে। এমনিভাবে প্রথম আসমানে চলে যাবে। তার জন্য প্রথম আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে। এমনি করে প্রতিটি আসমান অতিক্রম করে যখন সপ্তম আসমানে যাবে তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলবেন, আমার বান্দা আমলনামাটা ইল্লিয়ীনে লিখে দাও। আর আত্মাটা দুনিয়াতে তার দেহের কাছে পাঠিয়ে দাও। এরপর কবরে প্রশ্নোত্তরের জন্য দুজন ফিরিশতা আসবে। তারা প্রশ্ন করবে, তোমার প্রভূ কে? সে বলবে আমার প্রভূ আল্লাহ। তারা প্রশ্ন করবে, তোমার দীন কি? সে উত্তর দিবে, আমার দীন

ইসলাম। তারা প্রশ্ন করবে এই ব্যক্তিকে চেন, যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে? সে উত্তরে বলবে, সে আল্লাহর রাসূল। তারা বলবে, তুমি কীভাবে জানলে? সে উত্তরে বলবে, আমি আল্লাহর কিতাব পাঠ করেছি। তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তাকে সত্য বলে স্বীকার করেছি। তখন আসমান থেকে একজন আহবানকারী বলবে, আমার বান্দা অবশ্যই সত্য বলেছে। তাকে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও। তার কবর থেকে জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও। জান্নাতের সুঘ্রাণ ও বাতাস আসতে থাকবে। যতদূর চোখ যায় ততদূর কবর প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। তার কাছে সুন্দর চেহারার সুন্দর পোশাক পরিহিত সুগন্ধি ছড়িয়ে এক ব্যক্তি আসবে। সে তাকে বলবে, তুমি সুসংবাদ নাও। সুখে থাকো। দুনিয়াতে এ দিনের ওয়াদা দেওয়া হচ্ছিল তোমাকে। মৃত ব্যক্তি সুসংবাদ দাতা এ ব্যক্তিকে সে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? সে উত্তরে বলবে, আমি তোমার নেক আমল (সৎকর্ম)। তখন সে বলবে, হে আমার রব! কিয়ামত সংঘটিত করুন! হে আমার রব! কিয়ামত সংঘটিত করুন!! যেন আমি আমার সম্পদ ও পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারি...। মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৮৫৩৪, আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭৫৩, মুসতাদরাক হাকেম, হাদীস নং ১০৭। আলবানী রহ. আহকামুল জানায়িয কিতাবে এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

কোনো কোনো আয়াতে বেশী সুস্পষ্ট ভাষায় বর্যখের আযাবের কথা বলা হয়েছে।

فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِ مَا مَكَرُواْ ۖ وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ

ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ

অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন এবং ফিরআউন গোষ্ঠীকে ঘিরে ফেলল কঠিন শাস্তি; আগুন, তাদেরকে তাতে উপস্থিত করা হয় সকাল ও সন্ধ্যায় এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে, ফিরআউন গোষ্ঠীকে নিক্ষেপ কর কঠোর শাস্তিতে। সূরা আল-মুমিন ৪৫-৪৬

সেখানে আল্লাহ ফিরআউন ও ফিরআউনের পরিবারবর্গ সম্পর্কে বলেছেন, একটি কঠিন আযাব তাদেরকে ঘিরে রেখেছে। সকাল-সাঁঝে তাদেরকে আগুনের সামনে নিয়ে আসা হয়। তারপর যখন কিয়ামতের সময় এসে যাবে তখন হুকুম দেয়া হবে- ফিরআউনের পরিবারবর্গকে কঠিনতম আযাবের মধ্যে ফেলে দাও। এখানে এটা বিশ্বাস করা জরুরী যে, কবরের শাস্তি শুধু রূহের উপর হবে না। বরং রূহ এবং দেহ উভয়টির উপরই হবে। কিয়ামতের মাঠে এবং এর পরবর্তী জীবন হবে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের যার সাথে দুনিয়ার জীবনের কোন তুলনাই চলে না। সেখানে সবকিছুর গতি প্রকৃতি ভিন্ন হবে।

অপরাধীদের জন্য যে জঘন্য পরিণাম অপেক্ষা করছে, মৃত্যুর মুহূর্ত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তারা সবাই সে দৃশ্য দেখতে পায় আর সমস্ত সৎকর্মশীল লোকের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে শুভ পরিণাম প্রস্তুত করে রেখেছেন তার সুন্দর দৃশ্যও তাদেরকে দেখানো হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই মারা যায় তাকেই সকাল ও সন্ধ্যায় তার শেষ বাসস্থান দেখানো হতে থাকে। জান্নাতি ও দোযখী উভয়ের ক্ষেত্রেই এটি হতে থাকে। তাকে বলা হয় কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তোমাকে পুনরায় জীবিত করে তাঁর সান্নিধ্যে ডেকে নেবেন, তখন তোমাকে আল্লাহ যে জায়গা দান করবেন, এটা সেই জায়গা।" [মুসনাদ: ২/১১৩, বুখারী: ১৩৭৯, মুসলিম: ২৮৬৬]

আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহার) প্রশ্নের উত্তরে একদা নবী করীম (সাঃ) বললেন, نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ ‘‘হ্যাঁ, কবরের আযাব সত্য।’ (বুখারীঃ জানাযা অধ্যায়)

‘‘আর আমরা তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করব, তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। আর তারা বলবে, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমাদেরকে এ পথের হিদায়াত করেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত না করলে, আমরা কখনো হিদায়াত পেতাম না। অবশ্যই আমাদের রবের রাসূলগণ সত্য নিয়ে এসেছিলেন। আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের ওয়ারিস করা হয়েছে’’।সূরা আরাফ ৪৩

কোন ব্যক্তি নিজ আমলের জোরে জান্নাতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ তার প্রতি আল্লাহর দয়া না হবে। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে, তোমরা নিজ আমলের বিনিময়ে বা ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর। আসলে এর মধ্যে কোন পরস্পর-বিরোধিতা নেই। কারণ আল্লাহর রহমত ও দয়া পেতে হলে সৎকর্ম একান্ত জরুরী। সৎকর্ম আল্লাহর রহমত পাওয়ার একমাত্র উপায়। অতএব আমলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। আমল ছাড়া পরকালে আল্লাহর রহমত কোনক্রমেই সম্ভব নয়। সুতরাং উক্ত হাদীসের অর্থ নিজ জায়গায় সঠিক এবং আমলের প্রয়োজনীয়তাও স্বস্থানে বহাল। সেই কারণে অন্য এক হাদীসে বলেছেন, ‘‘নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আকার-আকৃতি ও ধন-সম্পদ দেখবেন না, বরং তিনি দেখবেন তোমাদের হৃদয় ও কর্ম।’ (মুসলিমঃ কিতাবুল বির্র)

() এখানে আল্লাহ্ তা’আলা মৃত্যুর সময় ঈমানদারগণের যে অবস্থা হয় এবং ফিরিশতাগণ তাদেরকে কিভাবে সাদর সম্ভাষণ জানায় তা বর্ণনা করছেন। অনুরূপ আয়াত কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এসেছে।

‘‘নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ, তারপর অবিচলিত থাকে, তাদের কাছে নাযিল হয় ফেরেশতা (এ বলে) যে, তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও’’। [সূরা ফুসসিলাতঃ ৩০-৩২]

মৃত্যুর সময় বলে। কেউ কেউ বলেছেন, ফিরিশতাগণ এই সুসংবাদ তিন সময়ে দেন; মৃত্যুর সময়, কবরে এবং কবর থেকে পুনরায় উঠানোর সময়।

তবে একথা জানা আবশ্যক যে, সৎকাজ করা জান্নাতে যাওয়ার কারণ। কিন্তু শুধুমাত্র সৎকাজই মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না, যতক্ষণ তার সাথে আল্লাহর রহমত না থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ তার কাজের বিনিময়ে নাজাত পাবে না। লোকেরা বললঃ আপনিও পাবেন না? তিনি বললেনঃ না, আমিও না। তবে আল্লাহ যদি তার রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখেন। সুতরাং সঠিক এবং কর্তব্যনিষ্ঠভাবে কাজ করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করো, সকাল বিকাল এবং রাতের শেষাংশে আল্লাহর ইবাদত করো। এসব কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো। মধ্যম পন্থাই তোমাদেরকে লক্ষ্যে পৌঁছাবে। **[**বুখারীঃ ৬৪৬৩**]**

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ৩৩ : ১৬

৩৩. তারা তো শুধু তাদের কাছে ফিরিশতা আসার প্রতীক্ষা করে অথবা আপনার রবের নির্দেশ আসার। তাদের পূর্ববতীরা এরূপই করত। আর আল্লাহ তাদের প্রতি কোন যুলুম করেননি, কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করত।

উপদেশ ও সতর্কবাণী হিসেবে একথা কয়টি বলা হচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে, যতদূর বুঝাবার ব্যাপার ছিল তুমি তো প্রত্যেকটি সত্যকে উন্মুক্ত করে বুঝিয়ে দিয়েছো। যুক্তির সাহায্যে তার সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছো। বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থা থেকে এর পক্ষে সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছো। কোন বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য শিরকের ওপর অবিচল থাকার কোন অবকাশই রাখোনি। এখন এরাই একটি সরল সোজা কথা মেনে নেবার ব্যাপারে ইতস্তত করছে কেন? এরা কি মউতের ফেরেশতার অপেক্ষায় আছে? এ ফেরেশতা সামনে এসে গেলে তখন জীবনের শেষ মুহূর্তে কি এরা তা মেনে নেবে? অথবা আল্লাহর আযাব সামনে এসে গেলে তার প্রথম আঘাতের পর তা মেনে নেবে?

আয়াতে মূলত তিনটি বিষয় ফুটে উঠেছে– মৃত্যুর ফেরেশতা বা চূড়ান্ত আজাব আসা পর্যন্ত ঈমান না আনা, শেষ মুহূর্তে তওবা কবুল না হওয়া এবং আল্লাহ কারো প্রতি জুলুম করেন না, মানুষ নিজেই নিজের প্রতি জুলুম করে।

“তারা কি কেবল এ প্রতীক্ষাই করছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতারা আসবে, কিংবা আপনার রব আসবেন, অথবা আপনার রবের নিদর্শনসমূহের কিছু আসবে? যেদিন আপনার রবের কোনো নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোনো ব্যক্তির ঈমান কোনো কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি কিংবা স্বীয় ঈমানে কোনো কল্যাণ অর্জন করেনি..." সূরা আল-আন’আম (৬): ১৫৮

"আর তাদের জন্য কোনো তওবা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে এবং অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, তখন বলে, ‘আমি এখন তওবা করছি’ ..." সূরা আন-নিসা (৪): ১৮

নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো যুলুম করেন না, কিন্তু মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে।" সূরা ইউনুস (১০): ৪৪

আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:"আল্লাহ তাআলা বান্দার তওবা কবুল করেন, যতক্ষণ না তার মৃত্যুযন্ত্রণা (গরগরা বা কণ্ঠনালীতে প্রাণ আসা) শুরু হয়।" সুনান আত-তিরমিজি: ৩৫৩৭

(অর্থাৎ, মৃত্যুর ফেরেশতা চোখের সামনে চলে এলে তওবা বা ঈমান কোনো কাজে আসে না।)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:"তিনটি বিষয় যখন প্রকাশ পাবে, তখন এমন কোনো ব্যক্তির ঈমান তার উপকারে আসবে না, যে পূর্বে ঈমান আনেনি... (তা হলো) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, দাজ্জাল এবং দাব্বাতুল আরদ (ভূগর্ভের প্রাণী)।" সহিহ মুসলিম: ১৫৮

আল্লাহর ন্যায়বিচার ও জুলুম না করার ঘোষণা:

হাদিসে কুদসিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন:"হে আমার বান্দারা! আমি নিজের ওপর জুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যেও তা হারাম করেছি। অতএব তোমরা একে অপরের প্রতি

জুলুম করো না... হে আমার বান্দারা! এগুলো তো তোমাদেরই আমল, যা আমি তোমাদের জন্য সংরক্ষণ করে রাখি এবং এরপর তোমাদেরকে তার পূর্ণ প্রতিদান দিই।" সহিহ মুসলিম: ২৫৭৭

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ৩৪ : ১৬

৩৪. কাজেই তাদের উপর আপতিত হয়েছে তাদেরই মন্দ কাজের পরিণতি এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছে তা-ই, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত।

এই আয়াতে মূলত দুটি বিষয় ফুটে উঠেছে–

১।মন্দ কাজের যথাযথ প্রতিফল ভোগ করা এবং

২। আল্লাহর বাণী বা আজাব নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার ভয়াবহ পরিণতি

"আর তাদের উপর আপতিত হলো তাদের কৃতকর্মের মন্দ পরিণাম এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করল তা-ই, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।" সূরা আয-যুমার (৩৯): ৪৮

"আর যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাদেরকে অধোমুখে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। (বলা হবে) তোমরা যা করতে, কেবল তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।" সূরা আন-নামল (২৭): ৯০

যারা দুনিয়ায় মুমিনদের নিয়ে উপহাস করত, পরকালে তাদের লাঞ্ছনা:

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, জাহান্নামিরা যখন জান্নাতিদের কাছে পানি ও খাবার চাইবে, তখন জান্নাতিরা বলবে– আল্লাহ কাফেরদের জন্য এগুলো হারাম করেছেন। এরপর রাসূল (সা.) কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে বোঝান যে, তারা দুনিয়ায় আল্লাহর নিদর্শন ও মুমিনদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত বলেই আজ তাদের এই করুণ পরিণতি। (তাফসিরে ইবনে কাসির ও সহিহ মুসলিমের বর্ণনা

• আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার নবী (সা.)-এর সামনে এক ব্যক্তির (শারীরিক গঠনের) অনুকরণ বা বিদ্রূপ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন:"তুমি এমন একটি কথা বলেছ (বা বিদ্রূপ করেছ), যা সমুদ্রের পানির সাথে মেশানো হলে পুরো সমুদ্রের পানিকেই দূষিত করে ফেলত।" সুনান আত-তিরমিজি: ২৫০২

· কৃতকর্মের ফল ভোগ করা:

আবু যর গিফারি (রা.) থেকে বর্ণিত, হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন:"হে আমার বান্দারা! এগুলো তো তোমাদেরই আমল (কর্ম), যা আমি তোমাদের জন্য গণনা করে রাখি এবং এরপর তোমাদেরকে তার পূর্ণ প্রতিদান দিই। সুতরাং যে ব্যক্তি ভালো কিছু পাবে, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে এর বিপরীত (মন্দ পরিণতি) পাবে, সে যেন নিজেকে ছাড়া আর কাউকে তিরস্কার না করে।" সহিহ মুসলিম: ২৫৭৭